Journal of Social Science and Humanities, Vol.7, No.1, 2025 **Print ISSN: 1811-1564**
https://doi.org/10.59738/jssh.v7i1.58 **e- ISSN: 3136-2109**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

Journal of Social Science and Humanities (JSSH)

Al-Masudi's Methodological Approach to the Study of History

ইতিহাস চর্চায় আল-মাসউদীর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

Md. Shahin Alam *
School of Social Sciences, Humanities, and Languages
Bangladesh Open University, Gazipur-1705, Bangladesh.

Ashik Biswas
School of Social Sciences, Humanities, and Languages
Bangladesh Open University, Gazipur-1705, Bangladesh.

Abstract

This article offers a critical examination of al-Masʿūdī, one of the most eminent historians and geographers of the classical Islamic era, with a view to reassessing his distinctive contributions to the evolution of Islamic historiography. Through an analysis of the characteristics of his major works, his methods of data collection and evaluation, and his strategies of thematic organization, the study identifies the innovative dimensions of his historical thought. Employing the historical method-encompassing source retrieval, verification, and analytical interpretation-the research also adopts a biographical approach to situate al-Masʿūdī's intellectual formation, extensive travels, and scholarly milieu within their broader contexts. The findings demonstrate that al-Masʿūdī drew upon a remarkably wide range of materials: the teachings of contemporary scholars, scriptural traditions of various religions, writings of Greek philosophers, and earlier historiographical works, alongside his own travel observations, oral accounts, and testimonies of eyewitnesses. His use of critical analysis, comparative reasoning, and systematic thematic arrangement emerges as central features of his historiographical practice, exerting a profound influence on later historians, most notably Ibn Khaldūn. Nevertheless, elements such as the incorporation of mythic narratives, his affinity with Shi'i thought, and his occasional lack of explicit source citation have been subjects of scholarly criticism. Overall, the study argues that al-Masʿūdī's body of work constitutes a pivotal milestone in the development of Muslim historical scholarship.

মূলশব্দ: *আল-মাসউদী; ইতিহাস চর্চা; গ্রন্থপঞ্জি; পদ্ধতি; মুরুজ; ভ্রমণ; দর্শন*

ভূমিকা

মানবজাতির অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ইতিহাস। ক্ল্যাসিকাল ইসলামি যুগে ইতিহাসচর্চা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। এসময় অনেক ইতিহাসবিদ তাদের রচনায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ইতিহাস চর্চায় এসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন আল-মাসউদী। তিনি শুধুমাত্র ইতিহাসবিদ হিসেবে না, ভূগোলবিদ এবং ভ্রমণকারী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। আল-মাসউদীর বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর রচনায় রাজনৈতিক, রাজবংশীয় বা সামরিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক

*Corresponding author: Md. Shahin Alam, E-mail: shahin.alam@bou.ac.bd
Journal homepage: https://jssh.bou.ac.bd

ও ভূগোল-সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্যসহ সভ্যতার বহুমাত্রিক দিকের একটি সর্বজনীন চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর রচিত গ্রন্থ মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহর-তথ্য সংগ্রহ, উৎস নির্বাচন, বিন্যাস ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উৎকর্ষের এক অসাধারণ নিদর্শন। আল-মাসউদী ইতিহাস রচনার প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ইতিহাস রচনায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেন। ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞানকে সমন্বিত করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ, গ্রিক দার্শনিকদের রচনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পণ্ডিতের বক্তব্যকে সমন্বিত করার সাথে সাথে স্পষ্টভাবে তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। আল-মাসউদীর এই পদ্ধতি পরবর্তী বহু ইতিহাসবিদ যেমন- ইবনে আল-জাউজি ও ইবনে খালদুনকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ইতিহাস রচনায় আল-মাসউদীর ব্যবহৃত পদ্ধতি ও তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করা হবে, যা ইসলামী ইতিহাসচর্চার ধারায় তাঁর অবস্থানকে আরও সুস্পষ্ট করবে। প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু হলো গ্রন্থপঞ্জি এবং ইতিহাস চর্চায় তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতির নানা দিক বিশ্লেষণ। সেদিক থেকে এই প্রবন্ধটি আল-মাসউদীর ইতিহাস রচনার সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণার পরিপূরক। কতকগুলো প্রশ্ন সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে-

১. আল-মাসউদী তাঁর ইতিহাস রচনায় কি কি উৎস ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর ব্যবহৃত উৎসগুলো তিনি কীভাবে সংগ্রহ করেছেন?
২. তিনি তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে?
৩. তাঁর ইতিহাস উপস্থাপন পদ্ধতি কেমন ছিল এবং তাঁর বিশ্লেষণের ফলাফল উপস্থাপন করেছেন কীভাবে? এ বিন্যাস কৌশলের ধরণ কী ছিল?
৪. ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান পরবর্তী ঐতিহাসিকদের কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছিল?

গবেষণা পদ্ধতি

পদ্ধতিগত দিক থেকে এটি একটি গুণগত গবেষণা। প্রবন্ধটি রচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি- তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথমে তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যসূত্র হিসেবে মূলত গৌণ উৎসসমূহ যেমন- আল-মাসউদী সম্পর্কিত রচিত গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, এসকল তথ্যসূত্রসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ডিজিটাল মাধ্যমে সরাসরি অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আল-মাসউদীর রচিত গ্রন্থ *মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহর (Muruj Al-Zahab Wa Ma'Adin Al Jauhar)* গ্রন্থটি। তবে এক্ষেত্রে মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় এবং আরবি ভাষায় লেখকদের দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে মূল গ্রন্থটি উৎস হিসেবে গ্রহণ না করে এর ইংরেজি অনুবাদ *El-Masudi's Historical Encyclopaedia, Entitled Meadows Of Gold And Mines Of Gems,* Vol. I (Sprenger, 1841) গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভিন্ন উৎসের তথ্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে এর নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে, যাচাইকৃত তথ্যসমূহ বিষয়ভিত্তিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রবন্ধ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য চারটি মূল দিককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে-
১. আল-মাসউদীর ইতিহাসচর্চায় ব্যবহৃত উৎসসমূহ ও তথ্য সংগ্রহ-পদ্ধতি পর্যালোচনা করা।
২. তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।
৩. তাঁর ইতিহাস ও ফলাফল উপস্থাপন পদ্ধতির ধরণ, বিন্যাস কৌশল বিশ্লেষণ করা।
৪. ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান পরবর্তী ঐতিহাসিকদের কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছিল তা পর্যবেক্ষণ করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

আল-মাসউদীর ইতিহাস সংক্রান্ত রচনায় রাজনৈতিক বিষয়াবলীর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটায় সমকালীন ইতিহাস চর্চায় তিনি এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ইতিহাস চর্চায় মানবজাতির সর্বজনীন ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। ইতিহাস গ্রন্থগুলো রচনার জন্য তিনি যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোর বিন্যাস ও বিশ্লেষণে তাঁর পদ্ধতিগত পারদর্শিতা বিশ্ব ইতিহাস চর্চায় ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায় পদ্ধতিগত পরিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা রাখলেও বাংলা ভাষায় আল-মাসউদীর ইতিহাসচর্চা বিষয়ক গবেষণা তুলনামূলক কম। বিশেষ করে তাঁর গ্রন্থপঞ্জিগত বৈশিষ্ট্য, উৎস নির্বাচন, তথ্য যাচাই পদ্ধতি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইতিহাস উপস্থাপন রীতি ও বিন্যাসগত কৌশল নিয়ে সমন্বিত ও সমালোচনামূলক গবেষণা নেই বললেই চলে। কিন্তু আল-মাসউদীর ইতিহাস লিখন পদ্ধতির সাথে পরিচয়ে ইসলামি ইতিহাসচর্চার ধারা উপলব্ধির পাশাপাশি সমকালীন ইতিহাসবিদ্যার সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ সহজ হবে। ইতিহাসচর্চায় আল-মাসউদীর অবদান বিশ্লেষণ ইসলামী ইতিহাসতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ উন্মোচনের পাশাপাশি ইতিহাসবিদদের জন্য বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি গঠনেও সহায়ক হবে। মুসলিম পণ্ডিত মহল বিশেষ করে মুসলিম ঐতিহাসিকদের নিকট

তিনি অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। অন্যদিকে মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাও বাংলা ভাষায় তুলনামূলক কম। এ সকল কারণ মধ্যযুগের এবং ধ্রুপদী ইসলামী যুগের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল-মাসউদীকে নিয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা প্রদান করে।

গবেষণার তাৎপর্য

প্রবন্ধটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের ইতিহাস লিখন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ উপলব্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আল-মাসউদীর ইতিহাস লিখন পদ্ধতির নানা দিকের বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষকদের বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস বিশ্লেষণে অনুপ্রেরণা প্রদান করবে। পাশাপাশি, বাংলা ভাষায় আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চা সংক্রান্ত গবেষণায় যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রবন্ধটি ইসলামি ইতিহাসতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসচর্চায় মুসলিম ঐতিহাসিকদের অবদান মূল্যায়নে একটি নতুন দিকের উন্মোচন করবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় গবেষকের নিকট আল-মাসউদীর ইতিহাসচর্চা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাঁরা তাঁকে ইসলামি ইতিহাসচর্চার অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, ভূগোল, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সমন্বয়ে ইতিহাস চর্চা তাঁকে তাঁর পূর্বসূরি ইতিহাসবিদদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

Franz Rosenthal তাঁর *A History of Muslim Historiography* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, আল-মাসউদী ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ নথিভুক্তকরণের পাশাপাশি সেসব ঘটনার সঙ্গে সামাজিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা যুক্ত করে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বজনীন ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন (Rosenthal, 1968)। M.G. Rasul (1968) আল-মাসউদীর ভ্রমণনির্ভর তথ্যকে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেন। Robinson (2003) আল-মাসউদীকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাক্রম-ভিত্তিক এবং পরবর্তী সময়ের বিশ্ব ইতিহাসধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাসচর্চার মধ্যে এক যোগসূত্রকারী হিসেবে দেখিয়েছেন। A. Mez-এর জার্মান ভাষায় রচিত *Die Rennaissaince Des Islams* গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ *The Rennaissance Of Islam* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, পর্যবেক্ষণ নির্ভর ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্যসূত্রের ব্যবহার, সমালোচনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতির সাথে নিজ মতামতের উপস্থাপন তাঁর ইতিহাসচর্চায় মৌলিকতা এনে দিয়েছে (Bakhsh & Margoliouth, 1937)। Gutas (2012) তাঁর গ্রন্থে আল-মাসউদীকে গ্রিক হেলেনিস্টিক দর্শনে প্রভাবিত একজন মুসলিম চিন্তক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যিনি হেলেনিস্টিক জ্ঞান-ঐতিহ্যকে আরব ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। *Historians of the Middle East* গ্রন্থে অতীত সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর কাজের গ্রহণযোগ্যতা ও শৈল্পিক দর্শন নিয়ে আলোচনা রয়েছে (Lewis & Holt, 1962)। Shboul (1979, 1972) আল-মাসউদীকে একজন মানবতাবাদী ইতিহাসবিদ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি অ-ইসলামিক জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। অন্যদিকে, Khalidi (1975) তাঁর উৎসসমূহ, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন।

তবে বিদ্যমান গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর *মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহর* গ্রন্থ ও তাঁর ভ্রমণ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইতিহাস চর্চায় তাঁর পদ্ধতিগত দিক, উৎস নির্বাচন, তথ্য যাচাই ও সর্বজনীন ইতিহাসচর্চায় তাঁর সামগ্রিক অবদান অনেকাংশেই অনালোচিত রয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় তাঁর ওপর গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম এবং অধিকাংশই জীবনী বা সংক্ষিপ্ত সার-সংক্ষেপে সীমাবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো-আল-মাসউদীর ইতিহাসচর্চা, উৎস বিশ্লেষণ ও ইতিহাসলিখন পদ্ধতির সমালোচনামূলক ও সমন্বিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা। প্রবন্ধটির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ইসলামী ইতিহাসতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় একটি মৌলিক সংযোজন ঘটবে।

আল-মাসউদীর পরিচয়

পর্যাপ্ত তথ্যসূত্রের অভাবে আল-মাসউদীর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে (Shboul, 1972)। তাঁর সফরসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য তাঁর রচিত গ্রন্থ *মুরুজ* ও *তানবিহ* থেকে জানা যায় (Lunde & Stone, 2010)। আল-মাসউদী তাঁর রচনায় সমসাময়িক পণ্ডিতদের সম্পর্কে উল্লেখ করলেও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি বা তাঁর কোনো ছাত্রও তাঁর বিষয়ে তেমন কিছু লিখেননি। এ প্রসঙ্গে ব্রোকেলম্যান (Brockelmann) মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর চিন্তাপদ্ধতি প্রচলিত ধারার বাইরে ছিল বলেই তিনি সেসকল প্রচলিত ধারার প্রতিনিধিদের নিকট থেকে খুব সামান্যই উল্লেখ পেয়েছেন (Gibb, 1962)। তাঁর পুরো নাম হলো আবু আল-হাসান আলী ইবনে আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাসউদী (Lunde & Stone, 2010)। ধারণা করা হয় যে, তিনি নবী করিম (সা.) এর প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে মাসউদের বংশধর (Al-Nadim & Ibn Ishaq, 1970)। ইবনে

হাজম ও ইবনে খালদুনও এ মত স্বীকার করেছেন (Khalidi, 1975; Shboul, 1972)। অনেকেই তাঁকে হুযায়েল গোত্রভুক্ত বলে মনে করে তাঁকে 'আল-হুযায়লী' বলেও উল্লেখ করেন (Alias & Jalil, 2017)। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আল-হাসান হলেও বিশ্বব্যাপী তিনি 'আল-মাসউদী' নামেই সর্বাধিক পরিচিতি পান। খুব সম্ভবত তিনি ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা মু'তাদিদের শাসনামলে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন (Lunde & Stone, 2010)। আল-মাসউদী তার *মুরুজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাবিলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন; তবে পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তাঁকে মিশরে চলে যেতে হয় (Lunde & Stone)। তাঁর মৃত্যু সন নিয়েও মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, তিনি ৯৫৬ বা ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মিশরের ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করেন (Shboul, 1972)।

আল-মাসউদীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

আল-মাসউদীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়েও মতভেদ রয়েছে। সম্ভবত তিনি আনুমানিক ৩০৩ হিজরি/৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভ্রমণ শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণ অব্যাহত ছিল (Shboul, 1979)। সম্ভবত উনিশ বছর বয়সে প্রথমে তিনি পূর্বদিকে যাত্রা করে পারস্যের কেরমান (Kerman) অঞ্চলে যান (Lunde & Stone, 2010)। এখানে তিনি কিছু সময় ইস্তাখরে (Istakhr) অবস্থান করেন। এসব অঞ্চল এসময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে আল-মাসউদী ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি সিন্ধু উপত্যকার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের কিছু অঞ্চলেও তিনি যান। ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি বোম্বে (মুম্বাই) পৌঁছেন এবং কিছু সময়ের জন্য তিনি সেখানে বসবাস করেন। এরপর তিনি আসেন শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কা থেকে তিনি ভারত মহাসাগরে নৌপথে যাত্রা করেন এবং মাদাগাস্কার ও জাঞ্জিবারসহ বেশ কয়েকটি দ্বীপ ভ্রমণ করেন। জনশ্রুতি রয়েছে, তিনি চীনেও গিয়েছিলেন, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ওমান সফর করেন। ৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাস্পিয়ান সাগর সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে আজারবাইজান ও জর্জিয়ায় ভ্রমণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনও সফর করেন। আল-মাসউদী অ্যান্টিওকে যান ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখান থেকে তিনি বসরায় ফিরে আসেন, পরে আবার সিরিয়া ফিরে যান এবং কিছু সময় দামেস্কে অবস্থান করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছরে তিনি বারবার ইরাক, সিরিয়া এবং মিশর ভ্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত মিশরের ফুসতাতে (বর্তমান কায়রো) বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (Alias & Jalil, 2017)। প্রকৃতপক্ষে আল মাসউদীর ভ্রমণের ব্যাপ্তি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, যা তাঁর নিজস্ব বিবরণ থেকেই স্পষ্ট হয়। তিনি পশ্চিমে মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন, যা তাঁর অভিজ্ঞতার ভৌগোলিক বিস্তৃতিকে নির্দেশ করে (Elliot & Dowson, 1867)। এই বিস্তৃত সফরের পেছনে ছিল বাস্তব পর্যবেক্ষণনির্ভর জ্ঞান আহরণের প্রবল আগ্রহ, যা তাঁর জ্ঞানচর্চার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Alias & Jalil, 2017)।

তাঁর রচিত *Murūj al-Dhahab* গ্রন্থে তিনি স্থিরজীবন ও ভ্রমণনির্ভর জ্ঞানার্জনের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি নিজ অঞ্চলের সীমাবদ্ধ তথ্যেই সন্তুষ্ট থাকে, সে কখনো সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে না, যে ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে (Nicholson, 1930)।

আল মাসউদী তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হিসেবে জ্ঞানপিপাসা এবং বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সফরের পরিধি ভারত, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল (যেমন- জাঞ্জ অঞ্চল), চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি খোরাসান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়াসহ বহু অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, যা তাঁর পর্যবেক্ষণকে বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করে। তাঁর বর্ণনায় ভ্রমণকে একটি অবিরাম জ্ঞানান্বেষণ প্রক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা সূর্যের গতির সঙ্গে তুলনীয়-অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অবিরাম অগ্রসরমান। একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, মানবিক জিজ্ঞাসা কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয় না, বরং তা এক গভীরতর জ্ঞানান্বেষণের দিকে ধাবিত হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি পারলৌকিক উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত (Sprenger, 1841)।

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বে ইতিহাসচর্চা, জ্ঞানান্বেষণ এবং ভ্রমণের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বার্নার্ড লুইস যথার্থই বলেছেন- 'Islam is a Religion with a strong sense of History' অর্থাৎ 'ইসলাম এমন একটি ধর্ম ইতিহাসের প্রতি যার গভীর ধারণা রয়েছে' (Rasul, 1930)। পবিত্র কোরআনে মানব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকৃতি ও ইতিহাসের আলোকে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তৃতীয় উৎসটি হলো অন্তর্দৃষ্টি। আল কোরআনে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, ইতিহাস চর্চা ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে (আল- কোরআন ৯৬:১-৫; ৩৯:৯; ৫৮:১১; ২০:১১৪; ৩৫:২৮; ২:২৬৯; ৫৯:২১; ৩:১৯০-১৯১; ২৯:২০; ১০:১০১; ১২:১১১ প্রভৃতি)। কোরআন গবেষণার গুরুত্বকে তিনভাবে উপস্থাপন করেছে- ১. তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর- গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ, তাহকিক ও পর্যবেক্ষণ- আকাশ-পৃথিবী, প্রকৃতি ও সৃষ্টিজগত নিয়ে অনুসন্ধান, ইবারাহ- ইতিহাস ও অতীত জাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ। আল-কোরআনে নবীদের ঘটনাবলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানবচিন্তা ও মানসিক দৃঢ়তাকে শক্তিশালী করে এবং সত্য নির্ভর শিক্ষার উৎস হিসেবে কাজ করে (সূরা হূদ, ১১:১২০)। এর মাধ্যমে জ্ঞান ও ইতিহাসকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

একইভাবে হাদীস শাস্ত্রেও জ্ঞানার্জন ও গবেষণার গুরুত্ব বারবার গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪, সুনান আত-তিরমিযি, হাদীস ২৬৮২ প্রভৃতি)। বিশেষত জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয় যে, জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগকারী ব্যক্তি তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একটি মহৎ ধর্মীয় সাধনায় নিয়োজিত থাকে (সুনান আত-তিরমিযি, হাদীস ২৬৪৭)। এভাবে ইসলামি উৎসসমূহ জ্ঞানান্বেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং ভ্রমণকে কেবল বৌদ্ধিক অনুশীলন হিসেবে নয়, বরং একটি মূল্যবোধনির্ভর ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা পরবর্তীকালে মুসলিম ইতিহাসবিদদের পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে আল-মাসউদীর যুগে বাগদাদ ছিল ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানচর্চার বিকাশে বাগদাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং দেখা যায়, আল-মাসউদী বেড়ে ওঠেন জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশে। অন্যদিকে, আল-মাউসদীর পূর্বপুরুষ ছিলেন নবী (সা.)-এর সাহাবী। এসকল প্রেক্ষাপট আল-মাসউদীকে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জ্ঞানের নানা শাখার প্রতি তাঁর আগ্রহ গড়ে ওঠার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট ধর্মীয় বিষয়েও জ্ঞান লাভে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার ফলে আল-মাসউদীর পক্ষে একজন 'উলামা' হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় (Lestari et al., 2023)। আর একারণে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানার্জনে তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বের হন।

আল-মাসউদীর যুগ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আল-মাসউদীর জীবনী, ভ্রমণ ও ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নে তাঁর যুগ ও পরিবেশের প্রেক্ষাপট বিচার করা প্রয়োজন (Shboul, 1972)। রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরি শতক (খ্রি. নবম-দশম শতক) সময়কালটি জ্ঞানচর্চা, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ হিসেবে বিবেচিত। মুসলিম বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার নগরজীবনের বিকাশ ঘটায় এবং বাগদাদকে এক বহুজাতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে (Lewis, 1954; Shboul, 1972)। এই বৈচিত্র্য মুসলিম পণ্ডিতদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মুসলিমদেরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্কে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণে নবম-দশম শতককে বলা হয় 'মহান বিতর্কের যুগ'। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতাদর্শের সমালোচনা মোকাবিলায় ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব চর্চা অনিবার্য হয়ে পড়ে, আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চায়ও এর প্রতিফলন ঘটে (Khalidi, 1975)। এছাড়া অর্থনৈতিক জীবন ও ভৌতিক সম্পদের সম্প্রসারণ ইতোমধ্যেই একটি সক্রিয় নগরজীবনের সূচনা করেছিল, যা অবসর ও পরিশীলতায় পরিপূর্ণ ছিল (Bakhsh & Margoliouth, 1937)। মুসলিম বাণিজ্যের বিশাল নেটওয়ার্ক পর্যটকদের সামনেও বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের এক অপার সুযোগ এনে দেয় এবং অনেকেই তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

সাম্রাজ্যের বিশালত্ব প্রশাসনিক কর্তাদের প্রশাসন পরিচালনায় নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা যা একমাত্র ইতিহাসই প্রদান করতে পারে। ফলে এ সময় ইতিহাস চর্চা যেমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিহাসবিদদের সম্মানও বাড়তে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে হাদিস সংকলনকে ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও পরবর্তীকালে হাদীস শুধুমাত্র নবী করিম (সা.) এর কথা ও কাজের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে হাদিস শাস্ত্র ও ইতিহাস চর্চা আলাদা হয়ে পড়ে। হাদিস শাস্ত্রবিদগন ধর্মীয় বিষয়ে তর্কমূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানকে খুব একটা আমলে না নিলেও ঐতিহাসিকদের নিকট এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। ফলে, উভয়ের মাঝে তীব্র মতবিরোধ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যা আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চায়ও প্রতিফলিত হয়। কাব্যধারা নিয়েও বিতর্ক চলতে থাকে। ঐতিহ্যবাহীগণ (Traditionists) যুক্তিকে খুব একটা আমলে না নিয়ে নবী করিম (সা.) এর কথা ও কাজকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, অন্যদিকে আধুনিকপন্থীগণ (Modernists) যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন (Khalidi, 1975)।

এই সময় গ্রিক দর্শন, ভারতীয় গণিত ও পারসিক সাহিত্য ব্যাপকভাবে আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। এ জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাগদাদের 'বায়তুল হিকমা' (Lunde & Stone, 2010)। গ্রিক যুক্তিবাদ ও কোরআন বর্ণিত অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে, এ প্রেক্ষাপটেই আল-রাজি, তাবারি,আল-আশ'আরি, হাল্লাজ, ফারাবির মতো মনীষীদের যুগে আল-মাসউদী নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পান (Ahmed, n.d.)।

এ যুগে কাগজের সহজলভ্যতা ও বৃহৎ গ্রন্থাগারের উপস্থিতি জ্ঞানচর্চাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, যেমন-আল-মাসউদীর বন্ধু আল-সূলীর গ্রন্থাগার। এসব উপকরণ তাঁকে ব্যাপকভাবে ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শনচর্চায় অনুপ্রেরণা যোগায় (Lunde & Stone, 2010)। ভ্রমণ আল-মাসউদীর জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তবে তার ভ্রমণের অর্থায়ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, খুব সম্ভবত তিনি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন (Shboul, 1972)। ইসলাম ধর্মে বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করায় এবং সমসাময়িক আরবি সাহিত্যে বণিকদের সৎ হিসেবে উপস্থাপন করায় আল-মাসউদীর রচনায় বাণিজ্য ও বণিক-সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে (Lunde & Stone, 2010)। সুতরাং আব্বাসীয় ইসলামি সমাজ আল-মাসউদীর সময় ছিল জ্ঞান-অন্বেষী, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ চেতনার এক বহিঃপ্রকাশ, জ্ঞানচর্চার এই অনুকূল পরিবেশে আল-মাসউদী তাঁর

ইতিহাসচর্চায় যুক্তিবাদ, বহুসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনামূলক মনোভাবের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন (Shboul, 1979)। পরিবার ও পরিবেশ আল-মাসউদীকে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পরিবার ছিল জ্ঞান চর্চায় গভীর মনোযোগী এবং তাঁর জন্মস্থান বাগদাদ ছিল তৎকালীন সময়ে জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যায় আল-মাসউদীর জ্ঞান অর্জনে এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (Alias & Jalil, 2017)।

আল-মাসউদীর রচনাসমূহ

আল-মাসউদী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে ৩৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন (Khalidi, 1975)। এর মধ্যে মাত্র দু'টি বর্তমান সময় পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে- *মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জওহর*, (*Murūj al-Dhahab wa Maʿādin al-Jawhar; The Meadows of Gold and Mines of Gems)* এবং *আল-তানবীহ ওয়া আল-ইশরাফ* (*Al-Tanbīh wa al-Ishrāf; The Admonition and Revision)*. এই দু'টি গ্রন্থই ইতিহাস সংক্রান্ত রচনা। এছাড়া তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং ইসলামী ধর্মাচার নিয়েও লিখেছেন। ভূগোল, দর্শন, রাজনীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়েও গ্রন্থ লিখেছেন। আত্মা সম্পর্কে আরব ও অন্যান্য জাতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি রচনা করেছেন *Kitāb Sirr al-Ḥayāh (The Secret of Life).* আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে তাঁর রচনা *Kitāb al-Daʿāwā al-Shanīʿah (The Disgusting Claims).* জিনদের নিয়ে আরবদের বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের নাম হলো- *Kitāb al-Maqālāt fī Uṣūl al-Diyānāt (Opinions on thePrinciples of Religion).* তাঁর এই গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বাস প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিবের বিশ্বাস প্রসঙ্গে তাঁর আরও দু'টি গ্রন্থ হলো- *Kitāb al-Istibṣār fī al-Imāmah* (*Deliberating on the Imāmah*) এবং *Kitāb al-Ṣafwah fī al-Imāmah (The Epitome of the Imāmah).* তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো- *Kitāb Akhbār al-Zamān wa man Abādahu al-Ḥadathān min al-Umam al-Māḍiyah wa al-Ajyāl al-Khāliyah wa al-Mamālik alDāthirah (The Accounts of Time and Ancient Nations, Past Generations, and Vanished Kingdoms)* এবং *Kitāb al-Awsaṭ (The Intermediate).* শেষোক্ত গ্রন্থটিতে ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে বিদ্যমান যাদুকরদের সম্পর্কে তথ্য রয়েছে (Alias & Jalil, 2017)।

ইতিহাস চর্চায় আল-মাসউদীর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম পূর্ব আরবেও ইতিহাস চর্চা প্রচলিত ছিল, ইতিহাস চর্চার এই ধারাকে বলা হত 'আয়্যাম'। এটি ছিল মূলত সামরিক যুদ্ধ সংক্রান্ত মৌখিক ঐতিহ্য নির্ভর ইতিহাস চর্চা (Islam et al., 2025)। ইসলামি যুগে ইতিহাসচর্চা মূলত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচারের জন্য বিকশিত হয়। এ কারণে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস লিখন ছিল বর্ণনাভিত্তিক, যেখানে ইসনাদ (হাদীসশাস্ত্রে ব্যবহৃত সূত্রানুসারে বর্ণনাকারীদের ক্রমভিত্তিক লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা), রেওয়ায়াহ (মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর প্রত্যক্ষভাবে শোনা ও জানা ঘটনাকে বর্ণনাকারীর ভাষ্যে উপস্থাপন), হাওলিয়াত (ঘটনার কালানুক্রমিক বিন্যস্তকরণ), তাবাকাত (সাহাবা, তাবেঈন প্রমুখ ব্যক্তিবিশেষ, শ্রেণি বা প্রজন্মভিত্তিক জীবনী সংকলন) পদ্ধতিতে ইতিহাসচর্চা করা হতো। আল-মাসউদীর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ; যেমন- আল-তাবারি, ইবন ইসহাক, ইবন হিশাম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ ধারাকে অনুসরণ করেন। আল-মাসউদী পূর্ববর্তী ইতিহাসচর্চায় বেশ কিছু মূলধারা লক্ষ করা যায়- মাগাজি (সামরিক যুদ্ধ নির্ভর), সীরাহ (নবীর জীবনী), তারীখ বা আখবার, এবং নাসাব (Islam et al., 2025)। রাহিম ইউনুস তাঁর গ্রন্থে ধ্রুপদী ইসলামি ইতিহাসচর্চার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন- ইসনাদ পদ্ধতির ব্যবহার, সংবাদকে আলাদাভাবে উপস্থাপন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি গল্প বা কাহিনির আকারে বর্ণনা, ইতিহাস রচনায় শায়ের (কবিতা) ব্যবহারের প্রয়োগ (Lestari et al., 2023)। কিন্তু আল-মাসউদী বর্ণনাভিত্তিক ইতিহাসের বাইরে ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মীয় গ্রন্থের তথ্যসমূহকে সমন্বিত করে ইতিহাস চর্চা করে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনায় মৌলিক পর্যবেক্ষণ, গ্রিক দার্শনিকদের গ্রন্থ, আসমানী কিতাব এবং সমসাময়িক আলেমদের সাক্ষ্য ব্যবহার ইতিহাসলিখনে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে যা আল-মাসউদীকে ইসলামি ইতিহাসচর্চার একজন ধারক ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। ইতিহাস চর্চায় আল-মাসউদীর অবদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো- তাঁর ব্যবহৃত উৎসসমূহ ও সেগুলোর যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া, তাঁর ইতিহাস লিখন পদ্ধতির ধরন এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিচার-বিশ্লেষণ।

১. *আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চার উৎসসমূহ:*

আল-মাসউদী ইতিহাস চর্চায় তিন ধরনের উৎস ব্যবহার করেছেন- লিখিত উৎস, মৌখিক উৎস এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান (Khalidi, 1975)। লিখিত উৎসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষক, ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিকসহ বিভিন্ন পণ্ডিতদের রচনাসমূহ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি লিখিত উৎস হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ

এবং ধর্মীয় ইতিহাস ব্যাখ্যায় আল কুরআনসহ বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ তাঁর উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন (Lestari et al., 2023)। প্রকৃতপক্ষে আল-মাসউদীর লিখিত উৎসসমূহ ছিল ব্যাপক ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। মুসলিম ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তিনি গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ, ভারতীয়, পারসিক, খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রচনাসমূহ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর *মুরুজ* গ্রন্থের ভূমিকায় ৮০ জনেরও বেশি লেখকের নামসহ তাদের রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা উল্লেখ করেছেন (Sprenger, 1841)। তথ্যসূত্রের উল্লেখ তাঁর ইতিহাস লিখনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি কখনও সরকারি দলিল বা আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন কি-না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মৌখিক উৎস হিসেবে আল-মাসউদী তাঁর ইতিহাস চর্চায় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, জনশ্রুতি ও প্রবচন অনেক ক্ষেত্রেই উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে তিনি এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আল-মাসউদী কখনও কখনও কিংবদন্তির গল্প বা রূপকথা উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন (Lunde & Stone, 2010)। মৌখিক তথ্যসমূহ তিনি বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করেছেন। কখনও বিভিন্ন ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে বিতর্কের মাধ্যমে, আবার কখনও বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন- নাবিক, পর্যটক, বণিক, জ্ঞানী ব্যক্তি প্রমুখের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিতর্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে তিনি যুক্তির নিরিখে মূল্যায়ন করে গ্রহণ-বর্জন করেছেন, তাদের বক্তব্যকে সমালোচনার পাশাপাশি অনেক সময় তাদের প্রশংসাও করেছেন যা তাঁর উদারতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করে। অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তিনি অনেক মৌলিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, যেগুলো তাঁর পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের রচনায় পাওয়া যায় না। তিনি তাদের কাছ থেকে এমন অনেক অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন যেখানে তিনি নিজে যেতে পারেন নি। তবে প্রাপ্ত এ সকল মৌখিক তথ্যসমূহ তিনি যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতেন। এ থেকে ইতিহাস চর্চায় তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় (Khalidi, 1975)।

এছাড়া আল-মাসউদী বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ সকল বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টা চালান। নিজ চোখে দেখে অর্জিত বাস্তবজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি ইতিহাস চর্চার প্রচেষ্টা চালান। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাঁর ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম তথ্যসূত্র। আল-মাসউদীর নিকট অন্যের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের তুলনায় ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। তাঁর ভ্রমণ ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষণ তাঁকে তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী অনেক ইতিহাসবিদের চেয়ে আলাদা স্থানে উন্নীত করেছিল। তিনি নিজে যা দেখেছেন তার ভিত্তিতে অনেক সময় তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রদত্ত তথ্যকে নাকচ করেছেন। ভৌগোলিক ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করে সেগুলো বাতিল ও গ্রহণ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক তাবারি তাঁর সময়ের মানুষ ও অঞ্চল সম্পর্কে তেমন কোনও বর্ণনা প্রদান করেননি (Khalidi, 1975)। সুতরাং বলা যায়, আল-মাসউদী ছিলেন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পর্যবেক্ষণ নির্ভর ইতিহাসবিদ এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীও তাঁর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিল। আল মাসউদী তাঁর ভ্রমণভিত্তিক রচনায় উল্লেখ করেন যে, তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যে সফরের সময় নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যা নির্ভরযোগ্যভাবে জেনেছেন, সেসব তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন দিক-যেমন প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ এবং এসব উপাদানের প্রভাব মানবনির্মিত স্থাপনা, নগর ও ভূখণ্ডের ওপর কীভাবে পড়ে, তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল (Khalidi, 1975)। তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং ভ্রমণকৃত অঞ্চলগুলোর প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থাপত্য, বসতি ও স্মৃতিস্তম্ভসহ সামগ্রিক বাস্তবতা তিনি ইতিহাসচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Sprenger, 1841; Bennaji, 2020)। তাঁর তথ্য সংগ্রহের ধরন ইঙ্গিত করে যে, তাঁর ইতিহাসচর্চা কোনো একক ধর্মীয় বা সামাজিক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ে বিশ্বজনীন জ্ঞানকে ধারণ করার প্রবণতাই তাঁর ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য।

২. *তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া*

আল-মাসউদী প্রাপ্ত তথ্য-সূত্রসমূহকে যাচাই-বাছাই করতেন উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তথ্যের সত্যতা নির্ধারণ তাঁর ইতিহাস চর্চার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। কোনো উৎস নির্ভরযোগ্য কি-না সে বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মতামতও প্রদান করতেন। এটা তাঁর সমালোচনামূলক ইতিহাস চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। তাঁর সময়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। একই সাথে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজনীতিতেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বজায় ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে। একারনে তিনি তাঁর সংগৃহীত তথ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সামূদ জাতির বসতি-যা বর্তমানে পেত্রা অঞ্চলের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়-বর্ণনা করতে গিয়ে আল মাসউদী উল্লেখ করেন যে, তাদের নির্মিত স্থাপনাগুলো এখনো পাহাড় খোদাই করা স্থাপত্যরূপে বিদ্যমান, এবং সেসব স্থাপনার অলংকরণ ও নিদর্শন আংশিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে; পাশাপাশি তাদের স্মৃতিচিহ্নসমূহও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। তিনি আরও লক্ষ করেন যে, এসব বসতির ঘরবাড়ির গঠন ও আকার সমসাময়িক মানববসতির সঙ্গে তুলনীয়, যা থেকে তিনি অনুমান করেন যে সামূদ জাতির শারীরিক গঠনও

সাধারণ মানুষের মতোই ছিল। ফলে তাদের দেহ অস্বাভাবিক বৃহদাকৃতির ছিল বলে যে প্রচলিত বর্ণনা কিছু গল্পকার উপস্থাপন করেছেন, তা তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি (Alias & Jalil, 2017)। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচর্চা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং প্রচলিত বর্ণনার সমালোচনামূলক মূল্যায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. সাহিত্য ও ইতিহাসের সমন্বয়

ইতিহাসবিদ আল-মাসউদী সাহিত্যের প্রতি ব্যাপক অনুরাগী ছিলেন এবং একজন সাহিত্যবোদ্ধাও ছিলেন। সাহিত্যকে বিশেষ করে তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অনেক কবির রচিত কবিতা তিনি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এবং এসকল সাহিত্যগুলোকে তিনি তাঁর তথ্যসূত্র হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি এখানে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর যুগে বিকশিত সাহিত্যধারার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁর ইতিহাস লেখনীকে সেই ধারার আলোকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস রচনা ছিল একদিকে বর্ণনাধর্মী, অন্যদিকে গভীর চিন্তাশীল। আবার রচনার ধরণ ছিল নান্দনিক। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনাসমূহের সমাহার বলে বিবেচনা করতেন না, বরং তাঁর নিকট ইতিহাস ছিল সাহিত্য ও চিন্তার এক সমন্বিত শিল্প। তাঁর রচনায় ছিল তথ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ, আবার কোথাও অনুমান নির্ভর মতামত, যুক্তিনির্ভর অনুসিদ্ধান্ত। আল-মাসউদীর ইতিহাস রচনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো *মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জওহর (Murūj al-Dhahab wa Maʿādin al-Jawhar)*। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদে নামকরণ করা হয়েছে *Meadows Of Gold And Mines Of Gems* (Sprenger, 1841), এর বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় 'সোনার প্রান্তর ও রত্নের খনি'। প্রতীকি অর্থে এ নামকরণটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল-মাসউদী এ নামকরণের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে ইতিহাসের 'স্বর্ণ' ও 'রত্ন' খুঁজে বের করে তা সকলের সামনে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই রত্নগুলো দিয়ে যেন একটি মালা বা অলঙ্কার তৈরি করেছেন যা ইতিহাস অন্বেষণকারীদের জন্য মূল্যবান এক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্য তাঁর *মুরুজ* গ্রন্থটির সঠিক ইংরেজি নামকরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে (Khalidi, 1975)। নিজ গ্রন্থের এমন নামকরণ থেকেও তাঁর সাহিত্য নান্দনিকতার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

৪. তথ্য সংরক্ষক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি

আল-মাসউদী ছিলেন ইতিহাস চর্চায় একজন অনুসন্ধানী গবেষক। তিনি নিজেকে 'রাতের কাঠুরে' (woodcutter by night) হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Khalidi, 1975)। রাতের কাঠুরে যেমন রাতের আঁধারে ভালো-মন্দ সব কাঠই কেটে সংগ্রহ করে, তেমনি একজন ঐতিহাসিকও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ও তুচ্ছ তথ্য সবগুলোই সংগ্রহ করবে। এর ফলে তথ্য বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে, একইসাথে বহুবর্ণ ও বিভিন্ন মতকে একত্রে সংরক্ষণ করারও সুযোগ পাওয়া যাবে। কেননা বর্তমান বিবেচনায় অনেক তুচ্ছ তথ্যও ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে (Stone, 2005)। আল-মাসউদী নিজেই বলেছেন, তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণভিত্তিক যতটা তার চেয়ে বেশি প্রতিবেদনভিত্তিক। একই বিষয়ে মতভেদ থাকলে তিনি লিখেছেন 'এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে', অথবা 'লোকেরা এ বিষয়ে একমত নয়'। এ প্রসঙ্গে তিনি আলী ইবন আবি তালিবের একটি উক্তি উল্লেখ করেন, যার সারকথা হলো-জ্ঞান বা প্রজ্ঞা মুমিনের অন্বেষণযোগ্য সম্পদ, এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে উৎসের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা উচিত নয়; প্রয়োজনে ভিন্ন বিশ্বাসাবলম্বীদের কাছ থেকেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে (Khalidi, 1975)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচর্চা নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত; পাশাপাশি এটি তাঁর উদার মানসিকতা, সত্যনিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসু প্রবণতা এবং জ্ঞান আহরণের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় বহন করে।

৫. ইতিহাসে কাহিনিমূলক উপাদানের প্রয়োগ

আল-মাসউদী তাঁর ইতিহাস চর্চায় অনেক ক্ষেত্রেই কল্পকাহিনীমূলক উপাদান গ্রহণ করেছেন। তবে এজন্য তাঁর ইতিহাস চর্চার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না, কেননা এ ধরনের কল্পকাহিনীমূলক উপকথা বা কিংবদন্তির গল্প ছিল মুসলিম ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্যেরই অংশ। ঐতিহাসিক দিনাওরি, ইয়াকুবি, তাবারি, মাকদিসি তাদের রচনায় উপকথাসমূহ লিপিবদ্ধ করার সময় অনেক সময় তাঁর রূপক বা প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রদান করতেন (Khalidi, 1975)। সুতরাং বলা যায়, ঐতিহাসিকগণ এসকল উপকথাগুলোকে রূপকার্থে ব্যবহার করতেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক শিক্ষা প্রচার করা। ইতিহাসে কল্পকথার অন্তর্ভুক্তি ইতিহাস চর্চায় নিরপেক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল-মাসউদীকে সমালোচনার মুখোমুখি করলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় এগুলির অন্তর্ভুক্তি ইতিহাস চর্চায় তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং এটি ছিল একটি ঐতিহ্যবাহী ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানকারী মুসলিম ইতিহাসচর্চার অংশ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ নয়, বরং ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানো। অবশ্য এ ধরনের চিন্তাভাবনা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক অনেক ঐতিহাসিকের মতোই ইতিহাস ও মতাদর্শের মধ্যে একটি যোগসূত্রকারী হিসেবে প্রমাণিত করে।

৬. ইতিহাস রচনায় আল-মাসউদীর তথ্য উপস্থাপন পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর রচনাশৈলী

আল-মাসউদী নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আলোচনা অনেক সময়ই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেগুলোতে গভীর ভাবনার উপাদান রয়েছে (Khalidi, 1975)। এ কারণে তিনি তাঁর পাঠককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর রচিত ইতিহাস পাঠের আহ্বান জানান, যাতে করে পাঠক তাঁর লেখা থেকে সূক্ষ্ম দিকগুলোও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ইতিহাস চর্চায় আল-মাসউদীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর তথ্য উপস্থাপন পদ্ধতির ধরন বিশ্লেষণে। একই বিষয়ে যখন তিনি বিভিন্ন মতামত পান তখন তিনি সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক তথ্যটিকে গ্রহণ করেন।

৭. নির্ভূল ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় আল-মাসউদীর ইতিহাস লিখন পদ্ধতি

আল-মাসউদী উল্লেখ করেছেন ইতিহাস চর্চায় তিনি কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বা গোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বন করেননি । অর্থাৎ তাঁর দাবি ছিল যে, তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নির্মোহভাবে ইতিহাস চর্চা করেছেন। তাঁর কাছে তথ্য যাচাইয়ের মূল উপায় হলো উৎসের মূলে ফিরে যাওয়া অথবা গবেষকদের গবেষণাপ্রসূত বক্তব্যে আস্থা রাখা। এক্ষেত্রে তিনি অন্ধ অনুসরণ পরিহার করে উৎসের মূলে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল যে, প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠী তাদের নিজেদের ইতিহাস বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি ভালোভাবে জানে। এ কারণে কখনও কখনও তাঁকে কোরআনকেও সত্য যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে তিনি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর নিকট বিশেষজ্ঞ ছিল তারাই যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন রয়েছে, যিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক। এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো ধর্মীয় আইনবিদদের (ফকিহগণ) নিকট বিজ্ঞানের নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় তাঁর নিকট বিশেষজ্ঞ ছিলেন মুসলিম ও গ্রিক বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদগণ। কালপঞ্জি সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি জ্যোতির্বিদদের সময়তালিকা অনুসরণ করেন, কারণ তারা এই তারিখগুলো ঐতিহাসিকদের থেকেও সুস্পষ্টভাবে ও নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেন (Khalidi, 1975)। এমন দৃষ্টিভঙ্গি আল-মাসউদীকে একজন সতর্ক, বিশ্লেষণধর্মী ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হিসেবে প্রমান করে, যিনি তথ্যের সূত্র, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। ইতিহাস চর্চায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিহাস শুধুমাত্র তথ্যের সমাহার নয়, বিশ্লেষণপূর্বক যাচাইকৃত ও যথাযথভাবে উপস্থাপিত তথ্যের সমন্বয়।

৮. পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন ও আল-মাসউদীর ইতিহাস রচনার মানদণ্ড

আল-মাসউদী সেসকল ঐতিহাসিকদের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মনে করেন যারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা করেন। এক্ষেত্রে তিনি মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আল-সূলীর ব্যাপক প্রশংসা করেছেন, কারণ তিনি এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেছেন যেগুলোর তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর নিকট প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক ভাষ্য ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য কল্পনানির্ভর তথ্য অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে অনেক লেখক রাজদরবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তারা স্বচক্ষে অন্দরমহলের অনেক কিছু অবলোকন করে সেগুলো লিখেছেন। তাদের তথ্যও তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি কখনও কখনও পুরনো সূত্রকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন, যদিও সেগুলো পরবর্তী সূত্র অপেক্ষা সংক্ষিপ্তও হয়। কেননা প্রাচীন সূত্র অনেক সময় অপরিবর্তিত ও খাঁটি তথ্যের ধারক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাঁর নিকট একজন ইতিহাসবিদের জ্ঞান-তৃষ্ণা, বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার পরিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে যারা বিস্তৃত কাজ করেছেন, যাদের লেখায় কোনো দেশ ও জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি তাদের ধর্ম, ভূগোল, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার ঘটেছে তাদের প্রশংসা করেছেন। ইবন খুর্দাদবিহ, বালাধুরি, তাবারি, সরাখসি, জয়হানি, ইবন আবি আওন, ইবন ইসহাক, ওয়াকিদি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস চর্চা করেছেন বলে তাদের প্রশংসা করেছেন। এসব ঐতিহাসিকদের গবেষণা ও চিন্তাধারা দ্বারা আল-মাসউদী অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন এবং পরবর্তীকালে নিজেও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। আল-মাসউদী মুসলিম ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি খ্রিস্টান যেসব ঐতিহাসিকদের কাজে বিশদ ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন তাদেরও প্রশংসা করেছেন । একজন চিন্তাশীল ইতিহাস বিশ্লেষক হিসেবে আল-মাসউদী তথ্যের বিশ্বস্ততা, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিহাসচর্চার মূল মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই মানদণ্ড অনুসরণ করে আল-মাসউদী ইতিহাস চর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার গভীরতা প্রবর্তন করেছেন। আল-মাসউদীর নিকট উৎকৃষ্ট ইতিহাস চর্চার একটি মানদন্ড ছিল মৌলিকতা ও নিজস্বতা এবং রচনার সাহিত্যগুণ বিচার। তথ্যের পুনরাবৃত্তির মাঝে তিনি মৌলিকতার অভাব লক্ষ্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মাদায়িনির সমালোচনা করেছেন, কেননা তিনি যা শুনেছেন শুধুমাত্র তা-ই লিখেছেন। আবার জাহিযের রচনাকে যুক্তিসম্মত ও গভীর চিন্তামূলক বিবেচনায় প্রশংসা করেছেন (Khalidi, 1975)। তবে আল মাসউদী আল-জাহিযের একটি মতের সমালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, আল-জাহিয সিন্ধু নদীর উৎপত্তি নীল নদী থেকে হয়েছে বলে ধারণা প্রদান করেন

এবং সিন্ধুতে কুমিরের উপস্থিতিকে এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবে আল মাসউদী এই যুক্তির উৎস সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এবং ইঙ্গিত করেন যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার অভাবজনিত হতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যে উক্ত গ্রন্থটি সাহিত্যিক দিক থেকে উৎকৃষ্ট, কিন্তু একইসঙ্গে মত দেন যে লেখক বিস্তৃত নৌভ্রমণ বা বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে ভৌগোলিক বাস্তবতা-বিশেষত সিন্ধু নদীর প্রকৃত উৎস-সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেননি (Stone, 2005)। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল মাসউদী কেবল তথ্য সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তিনি সমসাময়িক পণ্ডিতদের মতামতকেও সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের সীমা বুঝে গবেষণা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সিনান ইবনে সাবিত ইবনে কুররা-এর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত হয়েও ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন, অথচ তিনি যা লিখেছেন সেসকল ঘটনাবলী তিনি নিজে প্রত্যক্ষ না করেই সেগুলোকে সত্য বিবেচনা করে তাঁর ইতিহাস রচনায় স্থান দিয়েছেন (Khalidi, 1975)। প্রকৃতপক্ষে আল-মাসউদী ছিলেন নিরপেক্ষ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাস চর্চায় মৌলিকত্ব, বিষয়বস্তুর গভীরতা, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা, সততা ও রচনাশৈলীকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করেন। ইতিহাস রচনা ছিল তাঁর নিকট বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিক দায়িত্ব। মৌলিকত্ব ও বিচারবোধ আল-মাসউদীর নিকট ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড।

৯. বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গবেষক, পণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট পাঠকের গুরুত্ব

আল-মাসউদী ইতিহাস চর্চায় তথ্যসূত্রের উল্লেখকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জির বিষয়ে তিনি নিজে খুব সতর্ক ছিলেন এবং তাঁর নিজের ইতিহাস গ্রন্থ *মুরুজ আল-যাহাব*-এর শুরুতেই একটি বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেখানে ৮৫ জনের মতো লেখকের নামসহ তাদের গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে যেগুলোকে তিনি তাঁর ইতিহাস রচনায় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন (Sprenger,1841)। চৌর্যবৃত্তিকে তিনি অপছন্দ করতেন। ইবন কুতাইবার বিরুদ্ধে তিনি চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ আনেন (Khalidi, 1975)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে একটি জ্ঞান পৌঁছে জ্ঞানী থেকে জ্ঞানীর কাছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এজন্য দেখা যায়, তিনি তাঁর গ্রন্থ রাজা, জ্ঞানী ও পরবর্তী যুগের বিদ্বানদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন (Khalidi, 1975)। আল মাসউদী জ্ঞান অর্জন ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে মানুষের লক্ষ ও পদ্ধতির ভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, কেউ কেবল বর্ণনামূলক ইতিহাসে আগ্রহী, কেউ গবেষণা ও অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে, আবার কেউ ঐতিহ্য ও বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করে; এই বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখেই তিনি তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন (Khalidi, 1975)। একইসঙ্গে তিনি জোর দেন যে, ইতিহাসচর্চা কেবল ইতিহাসবিদের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ নয়; পাঠকেরও অনুসন্ধানী ও সমালোচনামূলক হওয়া আবশ্যক। তাঁর মতে, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এমন, যা গভীর মনোযোগ ও বিশ্লেষণ ছাড়া যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়; উপরন্তু, কেবল শিরোনাম বা অধ্যায়ের সারাংশ দেখে মূল্যায়ন করলে এর অন্তর্নিহিত জ্ঞানমূল্য অনুধাবিত হবে না (Stone, 2005)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইতিহাসচর্চাকে একটি সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন, যেখানে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সমানভাবে সমালোচনামূলক অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

১০. ইতিহাস ও সাহিত্য

১০ শতকের মুসলিম ইতিহাসবিদদের নিকট ইতিহাস ও সাহিত্য ছিল একে অপরের পরিপূরক। আল- মাসউদীর মাঝেও সাহিত্য সচেতনতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তিনি বিশ্বকোষধর্মী বিস্তৃত ইতিহাস চর্চা করেছেন। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য সংরক্ষণও ছিল তাঁর ইতিহাস ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শব্দ চয়ন ও উন্নত সুন্দর ভাষার প্রয়োগ ইতিহাসকে পাঠযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আল-মাসউদীর যুগে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থী কবি ও কাব্যধারার মধ্যে একটি বিতর্ক চলমান ছিল, এই বিতর্ক তাঁর আগ্রহের একটি বিষয় ছিল। প্রাচীনপন্থী কবিগণ সাহিত্য ও কবিতা পুরাতন রীতিনীতি ও কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী, অন্যদিকে আধুনিকপন্থীদের নিকট নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা, ভাষা ও বিষয়বস্তুর নতুন দিগন্ত উন্মোচন গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বন্দ্ব কেবল কবিতা বা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বে রূপ নেয়, যা জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখাকেও প্রভাবিত করে। আল-মাসউদীও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে এতে তাঁর সাহিত্যবোধ ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। তিনি তাঁর *মুরুজ আল-যাহাব* গ্রন্থে প্রাক-আব্বাসীয় ও আব্বাসীয় উভয় যুগের কবিতাই ব্যবহার করেছেন। তবে এগুলোর প্রয়োগে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রেক্ষাপট কিংবা চরিত্র বিশ্লেষণের সহায়ক হিসেবে প্রাক-আব্বাসীয় যুগের কবিতা ব্যবহার করতেন, অন্যদিকে আব্বাসীয় যুগের কবিতা ব্যবহার করতেন কবিতার শৈলী ও ভাবের মূল্যায়নে। আল-মাসউদী ইতিহাস লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে সকল প্রকার জটিলতা এড়িয়ে চলতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু যদি কোনো জটিল বা দূর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হয় তবে ঐ শব্দের ব্যাখ্যাও প্রদান করা জরুরী। অনেক সময় ইতিহাসবিদ তাঁর রচনায় মূল বিষয় থেকে সরে অন্য বিষয়ে প্রবেশ করেন, যেটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যেমন- জাহিযের লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি মূল বিষয় থেকে সরে অন্য অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, কিন্তু সেটি উদ্দেশ্যমূলক ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিষয় পরিবর্তন বিভিন্ন শাখার জ্ঞান বিতরণের একটি কৌশল। পাঠককে বিনোদনমূলক শিক্ষা প্রদান করাই এর মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পাঠকের বিরক্তি মোচনে তাদের জ্ঞানের সাগরে ডুব দেয়ার

ব্যবস্থা রাখা। আরবি সাহিত্যের এই ধারাকে বলা হয় 'আদাব'। আল-মাসউদী এই ধারাকে পছন্দ করতেন কেননা এর মাধ্যমে পাঠককে বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞান বিতরণ করা যায় যা ইতিহাস রচনাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। তিনি তাঁর লেখায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। একারণে তিনিও তাঁর লেখায় অনেক সময় মূল বিষয় থেকে সরে এসে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এটিকে তিনি বলেছেন অপ্রধান চিন্তা। এই বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলো মূল ইতিহাস ধারার বাইরে ছোট ছোট গল্প বা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আল-মাসউদীর লেখায় মূল ইতিহাসের সাথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গল্প বা বিষয়ের যে আলোচনা থাকে, সেটি পাঠকদের শেখায় এবং বিনোদন দেয়, কিন্তু সেটা মূল বিষয়কে ছাপিয়ে যায় না (Khalidi, 1975)।

১১. *ইতিহাস ও দর্শন*

আল-মাসউদী দর্শনের অনেক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আব্বাসীয় শাসনকালের সময়, বিশেষ করে হারুন অর-রাশিদের যুগে, বিদেশি বইগুলোকে আরবিতে অনূদিত করা হতো। এর মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রিক দার্শনিকদের গ্রন্থ। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে আল-মাসউদী উল্লেখ করেছেন এমপেডোক্লিস, সক্রেটিস, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন এবং প্লেটোর মতো ব্যক্তিদের। এছাড়াও তিনি প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং অ্যারিস্টটলের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দার্শনিক কাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। আল-মাসউদী আরও উল্লেখ করেছেন যে, অ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য, প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য এবং সক্রেটিস আরকিলাউসের শিষ্য ছিলেন, আর আরকিলাউস ছিলেন অ্যানাক্সাগোরাসের শিষ্য। এসকল দার্শনিকের পাশাপাশি আল-মাসউদী আরও কয়েকটি দার্শনিকের গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন- থিওফ্রাস্টাস, ইউডেমাস, মারিনাস, হিপপার্চাস, পটলেমিয়াস, গ্যালেন, পোরফিরি, পিথাগোরাস, থ্যালেস, ইউক্লেডেস, হিপোক্রেটিস। আল-মাসউদী মুসলিম বিজ্ঞানীদের লিখিত গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি যে গ্রন্থগুলো থেকে তথ্য নিয়েছেন, সেগুলো মূলত পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বত, ভূমি বা সাধারণভাবে ভৌগোলিক তথ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য আলোচনা সম্পর্কিত ছিল (Lestari et al., 2023)। তিনি দর্শন বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। গ্রিক দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থসমূহের আরবি অনুবাদ এবং ইসলামী লেখকদের টীকা, প্রবন্ধ ও সংকলন থেকে এসব গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। *মুরুজ* ও *তানবিহ*-এর কিছু অংশেও আল-মাসউদী আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক কোনো কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন; একই সঙ্গে তিনি এসব বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক, পারসিক, ভারতীয়, ক্যালডীয় ও মিশরীয় দার্শনিক ও জ্ঞানীদের অভিমতও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দর্শন বিষয়ক রচনাগুলোর মধ্যে দুটি গ্রন্থের নাম ছিল- *কিতাব আল নুহা ওয়াল কামাল* (বুদ্ধি ও পূর্ণতা) এবং *কিতাব তিব্ব আল নুফুস* (আত্মার চিকিৎসা)। এসব গ্রন্থে আল-মাসউদী নানা বিষয় যেমন- আত্মার সংজ্ঞা, দেহ ও আত্মার কার্যাবলী, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নফস (আত্মা) ও রূহ (আত্মিক সত্তা) এর পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, তিনি মানব আত্মার বিভিন্ন অবস্থা বা শ্রেণি, ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী, শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক, স্বপ্ন, দর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী ও গুপ্তবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোকপাত করেছেন। দার্শনিকদের মতামত বিবেচনায় নেওয়ার পাশাপাশি তিনি এসব বিষয়ে ইসলামের পূর্ববর্তী আরবদের বিশ্বাসকেও আলোচনা করেছেন। এভাবে তিনি ইতিহাস চর্চায় ইতিহাস ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন (Shboul, 1972)।

১২. *নারীর মর্যাদা প্রদান*

আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চায় নারীসহ সমাজের প্রান্তিক শ্রেণিরও ইতিহাস উঠে এসেছে। হারুন আল-রশীদের স্ত্রী সুবাইদা (মক্কার হজ্জ যাত্রার সড়ক নির্মাণ ও দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ), আরবের বিখ্যাত কবি লায়লা আল-আখইয়ালিয়া, দাসী বাজার থেকে উঠে আসা কিন্তু সিংহাসনের পেছনের প্রকৃত ক্ষমতাধর খায়যুরান, যোদ্ধা উম্মুল বানীনসহ বহু নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, দাসী, ব্যবসায়ী নারী, কবি, সুফি নারী, এমনকি খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী পর্যন্ত তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। এমন চিত্র মধ্যযুগের অধিকাংশ ইতিহাসবিদের লেখায় পাওয়া যায় না। তৎকালীন সামাজিক জীবন ও প্রথার ওপর আলোকপাত তার ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল-মাসউদীর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে কোনো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে নাশতায় আমন্ত্রণ পাওয়া, স্থাপত্যশৈলীর ধারা, একটি চিকিৎসা সম্মেলনের আয়োজন, আনুষ্ঠানিক ভোজে টেবিল সাজানোর নিয়ম অথবা বাগদাদের পুলিশ ব্যবস্থার কার্যক্রম (Stone, 2005)।

মূল্যায়ন

আল-মাসউদী রচিত গ্রন্থগুলি তাঁর সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস জানার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল-মাসউদী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নানাদিক তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। ব্যাপক কষ্টসাধ্য ও অক্লান্ত ভ্রমণের মাধ্যমে মানবজাতির নানা বৈচিত্র্য অন্বেষণে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। একইসাথে বিশ্বের বিভিন্ন বিস্ময়কর বিষয়গুলির প্রতি তাঁর আলোকপাত করার যে প্রচেষ্টা তার ফলে প্রাচ্যবিদগণ তাঁকে 'আরবদের হেরোডোটাস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন (Alias & Jalil, 2017)। তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল ধর্ম নিয়েই আলোকপাত করেছেন। ইসলাম-পূর্ব আরব ধর্ম নিয়ে তাঁর যে আলোচনা তা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ইসলাম-পূর্ব আরবের ধর্মীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ইসলাম-পূর্ব আরবের সামাজিক অবস্থাও তুলে ধরেছেন। তিনি আরব ও অন্যান্য জাতির ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন; ধর্মগুলোর শ্রেণিবিন্যাসও করেছেন। আল-বিরুনী তাঁর রচনায় ধর্মকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন- আল হাক্ব অর্থাৎ ইসলাম ও আল-ইনহিরাফ অর্থাৎ বিধর্ম বা কুফর। এ প্রসঙ্গে 'Typology of

Religion' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় (Kamaruzzaman, 2003)। একারণে তাঁকে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জনক' বলে অভিহিত করা যেতে পারে (Kamaruzzaman, 2003)। কিন্তু মাসউদীর ধর্ম সংক্রান্ত রচনাগুলো বিশ্লেষণে তাঁকে আল-বিরুনীর পূর্বসূরী বলা যায়। আল-মাসউদীর যুগে বিকশিত মুতাজিলা সম্প্রদায় কোনো ঘটনা ব্যাখ্যায় যুক্তি ও কারণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং সরাসরি অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিকশিত হয় যা 'দিরায়াহ' পদ্ধতি নামে পরিচিত। আল-মাসউদী 'দিরায়াহ' পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাথে সমন্বয় করেন যা ইতিহাস চর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আর 'হাওলিয়াত' পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করেছেন আল-তাশনিফ আল-মাউদুঈ বা বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতির সঙ্গে।

আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চার একটি সমালোচনা হলো, তিনি তাঁর রচনায় অনেক সময় 'সেই সময়ের মানুষরা মনে করতেন', 'বিজ্ঞানীদের একটি মত ছিল', অথবা 'কিছু মানুষ বলেছিলেন' ইত্যাদির প্রয়োগ করতেন। এ ধরনের সাধারণ বর্ণনা পরবর্তী গবেষকদের জন্য উৎস খুঁজে বের করা কঠিন করে তোলে, যার ফলে সমালোচনা করা হয় যে, তিনি ইসনাদকে পুরোপুরি আয়ত্ত করেননি এবং তাঁর ইতিহাসচর্চার গভীরতা সীমিত ছিল। তাঁর আরেকটি সমালোচনা হলো তিনি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী (Lestari, et al., 2023); কেননা তিনি সুস্পষ্টভাবে শিয়া ঐতিহাসিক উৎস; যেমন- আল-ওয়াকিদির *ফুতুহুল-আমসার* এবং আল-ইয়াকুবির *তারিখ আল-ইয়াকুবি* ব্যবহার করেছেন। কিন্তু *মুরুজ আল-যাহাব* গ্রন্থের শেষাংশে আল-মাসউদী তাঁর রচনার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এতে সংকলিত তথ্য বহু বছরের গবেষণা, কঠোর সাধনা এবং বিস্তৃত ভ্রমণ-বিশেষত পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন ভূখণ্ড এবং ইসলামি বিশ্বের বাইরের নানা জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফল। তিনি পাঠকদের প্রতি আহ্বান জানান গ্রন্থটিকে সহানুভূতিশীল ও মনোযোগী দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করতে এবং অনুলিপি বা প্রতিলিপিজনিত সম্ভাব্য ত্রুটি সংশোধনে উদারতা প্রদর্শন করতে। নিজের কাজকে তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিচিত্র উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করেন। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, তাঁর রচনায় কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই; বরং বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য অনুসন্ধান ও উপস্থাপনই তাঁর প্রধান লক্ষ (Stone, 2005)। এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচর্চা বহুমাত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে সংকলন ও সমন্বয়নির্ভর।

এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো যে, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনাও গ্রহণ করেছেন। আল-মাসউদীর ইসনাদ ব্যবহারে দুর্বলতা হলো যে, তিনি যেসব বর্ণনাকারীর ক্রম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু এক বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন এবং পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীদের নাম বাদ দেন। অনেক সময় তিনি কোনো কোনো উৎস যাচাইও করেননি (Alias & Jalil, 2017)। তবে এ প্রসঙ্গে আল-মাসউদীর মত হলো- একই প্রতিবেদনসমূহের পূর্ণ ইসনাদ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছেন (Khalidi, 1975)।

আল-মাসউদীকে কখনও কখনও 'আরবদের হেরোডোটাস' বলা হয় (Nicholson, 1930)। এর কারণ সম্ভবত উভয়ই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে যেমন নিজ দেশের বাইরে অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, আল-মাসউদীও তাই করেছিলেন (Lestari et al., 2023)। ভ্রমণের মাধ্যমে উভয়েই প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু হেরোডোটাসের বিখ্যাত রচনা *The Histories* এ মূলত মিথ ও কল্পকাহিনী বেশি, সত্য তথ্যের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তাছাড়া, তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাবিলন, পারস্য ও মিসর ভ্রমণ করেছিলেন কিনা তা নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। হেরোডোটাস গ্রিক দেবতাদের খেয়ালখুশির মাঝে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। কিন্তু আল-মাসউদীর পর্যবেক্ষণ ভৌগোলিক, নৃবৈজ্ঞানিক, পরিবেশগত, নৃতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ইতিহাসের গতিশীলতার মূলনীতি খুঁজেছেন মানুষ ও তার পরিবেশের কার্যকলাপে, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে নয়। তাঁর ইতিহাসচর্চার ভিত্তি ছিল গ্রিকদের যৌক্তিক, অনুমাননির্ভর পদ্ধতির বিপরীতে অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুসন্ধান। যুক্তি নির্ভর পদ্ধতি গ্রিকদের অবদান হলেও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ইতিহাসচর্চার উদ্ভাবক হেরোডোটাস নন, বরং আল-মাসউদী (Ahmed. n.d.)। আল-মাসউদী ছিলেন একজন মুসলিম বহুবিদ্যাবিশারদ যিনি একইসাথে ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, ভূতত্ত্ববিদ এবং প্রাণিবিজ্ঞানী। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শাখায়ও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের কালাম বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি এবং ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শীতা ছিল। ইবনে খালদুন আল-মাসউদী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে এমন একটি জ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন, যার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন যুগ ও প্রজন্মের ঘটনাবলি এবং সামগ্রিক অবস্থা পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা। তাঁর মতে, ইতিহাসবিদরা কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে তথ্য সংগঠন ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই প্রেক্ষাপটে তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ববর্তী অনেক ইতিহাসবিদ-বিশেষত আল-মাসউদী-তাঁদের রচনায় বিস্তৃত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। *মুরুজ আল-যাহাব* গ্রন্থে আল-মাসউদী পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন জাতি, অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশের অবস্থা তুলে ধরেছেন; পাশাপাশি ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ভূগোল (দেশ, পর্বত, সাগর) এবং রাজনৈতিক কাঠামো (রাজ্য ও রাষ্ট্র) সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন এবং আরব ও অ-আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যও নিরূপণ করেছেন। এ ধরনের বহুমাত্রিক উপস্থাপনার কারণে ইবনে খালদুন তাঁকে ইতিহাসবিদদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেন, যার বর্ণনাকে পরবর্তী ইতিহাসচর্চায় যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (Stone, 2005)।

মুরুজ আল-যাহাব গ্রন্থের শেষভাগে আল-মাসউদী তাঁর ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বহু ঘটনার লিপিবদ্ধকরণ করা হয়েছে এবং এমন অনেক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী রচনায় অনুপস্থিত ছিল এবং জ্ঞানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন শতাব্দীর ঘটনাবলি পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বয়ান নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। একইসঙ্গে, গ্রন্থের সূচনায় তিনি ভৌগোলিক বিবরণ-যেমন সমুদ্র, মহাদেশ, বসবাসযোগ্য ও অনাবাসযোগ্য অঞ্চল-এবং বিভিন্ন জাতি, শাসক ও তাদের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভবিষ্যতে আরও একটি রচনা প্রণয়নের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন, যেখানে নির্দিষ্ট কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিচিত্র তথ্য ও আকর্ষণীয় বর্ণনা সংকলিত হবে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী কাজের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচর্চা কেবল ঘটনাবলির সংকলন নয়; বরং তা নতুন তথ্য সংযোজন, জ্ঞান সম্প্রসারণ এবং বহুমাত্রিক বিষয়বস্তুর সমন্বয়ের একটি সচেতন প্রচেষ্টা (Stone, 2005)।

উপসংহার

দশ শতকে বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী আল-মাসউদী মুসলিমদের ইতিহাসচর্চার বিকাশে ছিলেন এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ, পথপ্রদর্শক ও স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক যিনি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, নৃতত্ত্বসহ বিভিন্ন জ্ঞানের শাখার সঙ্গে ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করেছেন। পাশাপাশি ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত পর্যবেক্ষণমূলক প্রত্যক্ষ তথ্য তাঁর ইতিহাস রচনাকে করেছে সমৃদ্ধ, প্রামাণ্য এবং একইসাথে নির্ভরযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতদের রচনাসমূহ, গ্রিক দার্শনিকদের গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিতর্ক বা আলোচনা থেকে সংগৃহীত উপাদানের ব্যবহার তাঁর ইতিহাসচর্চাকে পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের তুলনায় অধিক বৈচিত্র্যময় ও স্বতন্ত্র করেছে। ইতিহাস চর্চায় আল-মাসউদীর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি শুধুমাত্র বর্ণনামূলক (রেওয়ায়াহ) পদ্ধতিতে তাঁর ইতিহাস চর্চাকে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষ তথ্য নির্ভর দিরায়াহ পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস কৌশলও প্রয়োগ করেছেন, যা তাঁকে ইসলামী ইতিহাসচর্চায় এক নবধারার সূচনাকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, আল-মাসউদীর ইতিহাসচর্চা ছিল নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই প্রবন্ধে 'ইতিহাসচর্চায় আল-মাসউদীর পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি' প্রচলিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর ব্যবহৃত উৎস, তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ইতিহাসের বিন্যাসরীতির আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্লাসিক্যাল ইসলামী ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ইসলামি ইতিহাস চর্চার বিকাশ উপলব্ধিতে সহায়ক এবং বাংলা ভাষায় আল-মাসউদীর ইতিহাস চর্চা সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যসূত্র

Ahmed, N. (n.d.). *Al Masudi*. History of Islam. https://historyofislam.com/contents/the-classical-period/al-masudi/

Alias, M., & Jalil, A. (2017). Abū al-Ḥasan al-Mas'ūdī on pre-Islamic Arab religions and belief. *Intellectual Discourse, 25*(2), 357–380.

Bennaji, Y. (2020). A critical appraisal of Al-Masudi's perception of Northern India: A special study on Multan. *European Journal of Language and Literature Studies, 6*(1), 50–58.

Al-Nadim, I., & Ibn Ishaq, M. (1970). *The Fihrist of al-Nadīm: a tenth-century survey of Muslim culture,* (B. Dodge, Trans., Vol. 1). Columbia University Press.

Elliot, H. M., & Dowson, J. (1867). *The history of India, as told by its own historians: The Muhammadan period* (Vol. 1). Trubner And Co.

Gibb, H. A. R. (1962). *Islamic biographical literature*.

Gutas, D. (2012). *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early'Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th c.)*. Routledge.

Kamaruzzaman, K. O. (2003). Al-Biruni: Father of comparative religion. *Intellectual Discourse, 11*(2), 113–138.

Khalidi, T. (1975). *Islamic historiography: The histories of Masudi*. State University of New York Press.

Lestari, R., Hak, N., & Ali, M. N. (2023). Al-Mas'udi's contribution in the development of classic Islamic historiography. *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 6*(2), 91–99.

Lewis, B. (1954). *The Arabs in history* (2nd ed.). The Anchor Press.

Lewis, B., & Holt, P. M. (Eds.). (1962). *Historians of the Middle East*. Oxford University Press.

Lunde, P., & Stone, C. (Trans.). (2007). *Mas'udi: The meadows of gold*. Penguin Books.

Lunde, P., & Stone, C. (Trans.). (2010). *The meadows of gold: The Abbasids* (Original work published 1989). Routledge.

Mez, A. (1937). *The Renaissance of Islam* (S. K. Bakhsh & D. S. Margoliouth, Trans.). The Jubilee Printing & Publishing House. (Original work published in German as *Die Renaissance des Islams*)

Nicholson, R. A. (1930). *A literary history of the Arabs*. Cambridge University Press.

Rasul, M. G. (1968). *The origin and development of Muslim historiography*. Kashmiri Bazar.

Robinson, C. F. (2003). *Islamic historiography*. Cambridge University Press.

Rosenthal, F. (1968). *A history of Muslim historiography*. Brill.

Shboul, A. M. (1979). *Al Mas' udi and His World: A Muslim Humanist and His Interest in Non Muslim*. Ithaca Press.

Shboul, A. M. (1972). *Al-Mas' udi with Special Reference to His Treatment of Non-Muslim History and Religions*. University of London, School of Oriental and African Studies (United Kingdom).

Stone, C. (2005). The model of the historians. *Saudi Aramco World*. https://archive.aramcoworld.com/issue/200502/the.model.of.the.historians.htm

Islam, M. T., Maftukhin, M., Al Baqi, S., Novitasari, D., Azmi, M. U., Mushaffa, A., & Oktaviani, I. N. (2025). Historiography of the Development of Islam in the Classical Era. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, *6*(1), 132-142.